সংবাদ

তারিখ 15 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

৩৩ Report

পাকিস্তানের বেশিরভাগ শিশুর কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি

সংবাদ ডেস্ক

পাকিস্তানের স্কুলগামী এসব শিশুর অনেকেই ঝরে পড়ে অকালে –বিবিসি

পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ দেশটিতে অশিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। মোশাররফ সরকার অশিক্ষা দূর করতে নিয়েছে নানা পদক্ষেপ। কিন্তু স্বাধীনতার ৬০ বছর পরও পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা কী বদলেছে? এখনও দেশটির ছয় লাখেরও বেশি লোক স্কুলে যায় না। আর স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীরাও হঠাৎই মাঝপথে পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়। পড়াশোনা বন্ধ করে দরিদ্র পরিবারের ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুরা শুরু করে জীবনসংগ্রাম। তাদের অনেকেই শিশু শ্রমিকে পরিণত হয় আর কেউবা ভুলপথে গিয়ে বেছে নেয় জঙ্গিবাদ। এমনই একজন স্কুলছাত্রী হলেন হাবিবা। সে লাল মসজিদ মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্রী। হাবিবা জানায়, সেনাবাহিনী ও পুলিশ লাল মসজিদ ঘিরে ফেলার পর সে মাদ্রাসা ছেড়ে চলে আসে। তার লেখাপড়ার সেখানেই সমাপ্তি।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের বেশিরভাগ মাদ্রাসাগুলোতেই কোরান শিক্ষা দেয়া হয়। অনেক মাদ্রাসায় আধুনিক শিক্ষাও দেয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের। মাদ্রাসাগুলোতে জঙ্গিবাদ শেখানো হয় অনেকের মধ্যে এমন ধারণা থাকলেও সব মাদ্রাসাই লাল মসজিদের মতো নয়। বরং অনেক মাদ্রাসাতেই আধুনিক শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করা হয়।

কিন্তু পাকিস্তানি সরকার এখন বেশিরভাগ মাদ্রাসাই বন্ধ করার উদ্যোগ নিচ্ছে। এর পরিবর্তে আধুনিক শিক্ষার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পাঞ্জাব প্রদেশে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক শিক্ষার জন্য কোটি কোটি ডলার অনুদান দিয়েছে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াতেই রয়েছে গলদ। পাঞ্জাবের স্কুলের বেশিরভাগ শিক্ষকরাই খুব কম বেতন পান এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতারও রয়েছে অভাব। পাঞ্জাবে ৬৩ হাজারেরও বেশি স্কুল রয়েছে। সরকারি হিসাব মতে এর মধ্যে ৫ হাজার স্কুলের অবস্থা খুবই খারাপ। ২৬ হাজার স্কুলে বিদ্যুৎ নেই, ১৬ হাজার স্কুলে নেই কোন বাথরুম। এমনকী এক হাজারেরও বেশি স্কুলে কোন ভবন নেই। শিশুরা গাছের নিচে বসে পড়াশোনা করে। এই যখন দেশটির স্কুলগুলোর অবস্থা তখন পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থাও খুব সহজেই অনুমান করা যায়।

যদিও পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবি করেন তবুও শিক্ষার আলো থেকে এখনও বঞ্চিত রয়েছে দেশটির হাজার হাজার শিশুর। পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রীর হিসেব মতে ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী প্রায় ১৩ লাখ শিশু স্কুলে যায়। আর এদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই অকালে ঝরে পড়ে।' তবে তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে কিন্তু দরিদ্রতার কারণে অনেক শিশু বাধ্য হয়ে সংসারের বোঝা কাঁধে তুলে নেয়। গালফান হলো এমনই একজ শিশু। তার বাবা ব্যবসা করত। হঠ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে আইসক্রিম বি করতে বাধ্য হয়েছে। এভাবেই জী নির্বাহের চেষ্টা করছে গালফান। এভাবে গালফানরা দারিদ্র্যের ক বাধ্য হয় স্কুল ছাড়তে। আর হাবি সরকারের কিছু ভুল সিদ্ধান্তের কা মাদ্রাসা ছাড়ে। পাকিস্তানের প্রেসি পারভেজ মোশাররফ, শিক্ষা ব্য সংস্কারের দাবি করলেও ব পরিস্থিতি বলে অন্যকথা।

বিবিসি অবলম্বনে শুভা জিনিয়া